যায়যায়দিন

তারিখ 24 NOV 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

মেডিকেলে আর ভর্তি পরীক্ষা নয় : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

যায়যায়দিন রিপোর্ট

আগামী বছর থেকে মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলোতে আর ভর্তি পরীক্ষা না নেয়ার বিষয়ে অনড় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. আ ফ ম রুহুল হক। তবে সবার সঙ্গে আলোচনার পরেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

শুক্রবার মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে ঢাকা কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শন করে মন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি তাদের (ছাত্রদের) এ ঝামেলা (ভর্তি পরীক্ষা) থেকে মুক্তি দিতে চাই।' সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত দেশের ২৩টি কেন্দ্রে এক ঘণ্টার এ 'এমসিকিউ' পরীক্ষা হয়। ৮ হাজার ৪৯৩টি আসনের বিপরীতে ৫৮ হাজার ৭২৩ জন শিক্ষার্থী এ পরীক্ষায় অংশ নেন। এ বছর দেশের ২২টি সরকারি মেডিকেল কলেজে দুই হাজার ৮১১টি এবং ৫৩টি বেসরকারি মেডিকেলে চার হাজার ২৪৫টি আসনে এমবিবিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। আর নয়টি সরকারি ডেন্টাল কলেজ ও মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ইউনিটের ৫৬৭টি আসন এবং ১৪টি বেসরকারি ডেন্টাল ইনস্টিটিউটের ৮৭০টি আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে বিডিএস কোর্সে। মন্ত্রী বলেন, 'উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন' পরিদর্শক দল দেশের প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্র ঘুরে দেখেছেন। কোথাও অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটার সংবাদ পাওয়া যায়নি। প্রতিবছর মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে সরকারের বাড়তি মনোযোগ থাকলেও এবার ভর্তি পদ্ধতি সংস্কারের উদ্যোগ ঠেকাতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন এবং নকল ঠেকাতে পরীক্ষার হলে ঘড়ি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তের কারণে আলোচনা নতুন মাত্রা পায়। গত ১২ আগস্ট স্বাস্থ্যমন্ত্রী আ ফ ম রুহুল হক এসএসসি ও এইচএসসির জিপিএর ভিত্তিতে মেডিকেল ও ডেন্টালে শিক্ষার্থী ভর্তির ঘোষণা দিলে সারা দেশে আন্দোলন শুরু করে মেডিকেল ভর্তিচ্ছুরা। বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আদালতেও গড়ায়। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে ওই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে সরকার। গত ১০ সেপ্টেম্বর আদালত পরীক্ষা নিয়ে মেডিকেল ও ডেন্টালে শিক্ষার্থী ভর্তির নির্দেশনা দিলে সরকার ২৩ নভেম্বর পরীক্ষার দিন রাখে। এবার পরীক্ষা নেয়া হলেও আগামী বছর থেকে জিপিএর ভিত্তিতেই মেডিকেলে শিক্ষার্থী ভর্তির ইঙ্গিত দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, নতুন পদ্ধতি নির্ধারণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার আগে সবার সঙ্গে আলোচনা ও মতবিনিময় করা হবে। 'আগামী বছরে ভর্তির অনেক আগেই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হবে।' এদিকে মেডিকেলের ভর্তি পরীক্ষায় নকল ও জালিয়াতি ঠেকাতে এবার পরীক্ষার কেন্দ্রে ঘড়ি নিষিদ্ধ করে কর্তৃপক্ষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়েসহ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতির ঘটনায় গোয়েন্দা পুলিশ গত অক্টোবরে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে। এ জালিয়াতচক্রের সদস্যরা শিক্ষার্থীর কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা নিয়ে তাদের ঘড়ি সদৃশ মোবাইল ফোন সরবরাহ করত এবং পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্রে ওই মোবাইলে এসএমএস পাঠিয়ে প্রশ্নের উত্তর জানিয়ে দিত।

৮ হাজার ৪৯৩টি আসনের বিপরীতে ৫৮ হাজার ৭২৩ জন শিক্ষার্থী এ পরীক্ষায় অংশ নেন